আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: ফরিদপুর

জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. **অধ্যাপক আ ন ম আব্দুস সোবহান,** (সভাপতি, আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: ফরিদপুর), শিক্ষাবিদ ও গবেষক

২. **মতিউর রহমান,** সম্পাদক, *প্রথম আলো*

৩. **অ্যাডভোকেট শহীদুন্নবী,** সভাপতি, আইনজীবী সমিতি, ফরিদপুর

৪. **মুন্সী হারুন অর রশীদ,** সভাপতি, জেলা সাংবাদিক সমিতি, ফরিদপুর

৫. **আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ,** জেলা কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ফরিদপুর

৬. **খাদিজা বেগম মণি,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ফরিদপুর

৭. **ফোরকান আহ্‌ম্মদ খান,** ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

৮. **অধ্যাপক আলতাফ হোসেন,** সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য পরিষদ, ফরিদপুর

৯. **অলিয়ার রহমান খান,** সভাপতি ফেমা, ফরিদপুর শাখা ও নির্বাহী পরিচালক, পিপিএসএস, ফরিদপুর

১০. **অঞ্জলি বালা,** সভাপতি, ফুলকি, ফরিদপুর

১১. **আসমা আক্তার মুক্তা,** নির্বাহী পরিচালক, রাসিন, ফরিদপুর

১২. **এ এস এম শাহজাহান,** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক মহাপুলিশ পরিদর্শক এবং সদস্য, নাগরিক কমিটি ২০০৬

১৩. **বেগম রাবেয়া আহমেদ,** শহীদজননী ও সভাপতি, নন্দিনী সাহিত্য পাঠচক্র

১৪. **কচি রেজা,** সাহিত্য সম্পাদক, কবি জসীমউদ্‌দীন পরিষদ, ফরিদপুর

১৫. **অ্যাডভোকেট সাহানা শৈলী,** মানবাধিকার কর্মী, মাদারীপুর

১৬. **মোহাম্মদ মেহেদী হাসান শোয়েব,** সাধারণ সম্পাদক, ফরিদপুর ডিবেট ফোরাম

১৭. **শিপ্রা গোস্বামী,** স্টাফ লইয়ার, ব্লাস্ট

১৮. **সামসুন নাহার,** আইনজীবী, ফরিদপুর

১৯. **মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন,** ছাত্র, সরকারি রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ফরিদপুর

২০. **সুব্রত ঘোষ,** সভাপতি, ফরিদপুর ডিবেট ফোরাম

২১. **আ ত ম আমীর আলী,** সম্পাদক, *ফরিদপুর ইদানীং*

২২. **খান মাহবুবুর রহমান,** নির্বাহী সদস্য, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ফরিদপুর; সভাপতি, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ফরিদপুর

২৩. **গোলাম ফারুক হাওলাদার,** উদ্যোক্তা, মাদারীপুর

২৪. **ড. ফকীর আব্দুর রশীদ,** সভাপতি, রাজবাড়ী নাগরিক কমিটি

২৫. **নূর মোহাম্মদ,** সহকারী পরিচালক, পিইপিবিআরডিবি, ফরিদপুর

২৬. **সাহানা নাসরীন,** প্রকল্প পরিচালক, মাদারীপুর মহিলা কল্যাণ সংস্থা

২৭. **মুহাম্মদ আলী রুমী,** সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ফরিদপুর

২৮. **মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন,** ছাত্র, সরকারি রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ফরিদপুর

২৯. **সৈয়দ সোহেল রেজা বিপ্লব,** যুগ্ম আহ্বায়ক, জেলা যুবলীগ, ফরিদপুর

৩০. **আইভি মাসুদ,** সদস্যসচিব, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ, ফরিদপুর

৩১. **এম সাইদুজ্জামান,** সাবেক অর্থমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান, ব্যাংক এশিয়া এবং সহআহ্বায়ক, নাগরিক কমিটি ২০০৬

৩২. **শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর,** সংসদ সদস্য, ফরিদপুর-১

৩৩. **এস এম নূরুন্নবী,** সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৪. **শাহাজাদী বেগম,** প্রধান শিক্ষক, সারদা সুন্দরী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ফরিদপুর
৩৫. **বশীর আহমদ চৌধুরী,** সভাপতি, প্রথম আলো বন্ধুসভা, ফরিদপুর
৩৬. **অ্যাডভোকেট রুহী সামসাদ আরা,** নির্বাহী পরিচালক, উইমেন ওরিয়েন্টেশন রুরাল লাইফ ডেভেলপমেন্ট
৩৭. **সুচিত্রা সিকদার,** আইনজীবী
৩৮. **নাসরীন সুলতানা,** বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্পাদক, খেলাঘর, ফরিদপুর
৩৯. **ইভা মজুমদার,** ফরিদপুর ডিবেট ফোরাম
৪০. **সুপ্রিয়া দত্ত,** শিক্ষয়িত্রী
৪১. **কাজী মোশারফ হোসেন,** অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, মাদারীপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়
৪২. **মোহাম্মদ শাহ্জাহান মোল্লা,** আইনজীবী
৪৩. **গাজী শহিদুজ্জামান,** সদস্যসচিব, সুশাসনের জন্য নাগরিক, বোয়ালমারী উপজেলা শাখা
৪৪. **আব্দুল হক শিকদার,** সাবেক সভাপতি, প্রেসক্লাব, ফরিদপুর
৪৫. **অধ্যাপক কামাল আতাউর রহমান,** সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর
৪৬. **অধ্যাপক আব্দুল হামিদ,** সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি রাজবাড়ী কলেজ, রাজবাড়ী
৪৭. **শেখ মোহাম্মদ সালেহ্উদ্দীন ড্যানিয়েল,** ছাত্র
৪৮. **অ্যাডভোকেট ফজলুল হক,** সম্পাদক, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড অ্যাসোসিয়েশন
৪৯. **হাসনা জাহান,** কমিশনার, ফরিদপুর
৫০. **খোন্দকার মঞ্জুর আলী,** সভাপতি, শহর আওয়ামী লীগ ও কমিশনার, ফরিদপুর
৫১. **মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন,** চেয়ারম্যান, ভাওয়াল ইউনিয়ন, নগরকান্দা
৫২. **শেখ ফিরোজ,** সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক ইউনিয়ন, ফরিদপুর
৫৩. **কাজী জয়নুল আবেদীন,** সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ, ফরিদপুর
৫৪. **গোপালচন্দ্র সরকার,** সভাপতি, সিপিবি, মাদারীপুর জেলা
৫৫. **আলী আশরাফ,** সাংগঠনিক সম্পাদক, জেলা বিএনপি, ফরিদপুর
৫৬. **খন্দকার সাইদুর রহিম বিটুল,** যুগ্ম সম্পাদক, জাসদ, ফরিদপুর
৫৭. **মনোজ সাহা,** জেলা সম্পাদক, ওয়ার্কার্স পার্টি, ফরিদপুর
৫৮. **কাজী হুমায়ুন কবির,** আহ্বায়ক, জেলা বিএনপি, মাদারীপুর
৫৯. **অ্যাডভোকেট সুবলচন্দ্র সাহা,** সহসভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ, ফরিদপুর
৬০. **রফিকুজ্জামান লায়েক,** সাধারণ সম্পাদক, সিপিবি, ফরিদপুর
৬১. **অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আসাদুর রহমান খান,** সাধারণ সম্পাদক, শহর বিএনপি, ফরিদপুর
৬২. **মোহাম্মদ জাহিদ ব্যাপারী,** যুগ্ম আহ্বায়ক, জেলা যুবলীগ, ফরিদপুর
৬৩. **অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোদাররেস আলী ইছা,** সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিএনপি, ফরিদপুর
৬৪. **মুহম্মদ আজিজুল হক খান,** সাবেক উপাধ্যক্ষ, সরকারি ইয়াসিন কলেজ ও সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ফরিদপুর
৬৫. **মুহাম্মাদ হায়দার আলী,** রাজনৈতিক কর্মী, ফরিদপুর
৬৬. **ডা. আ স ম জাহাঙ্গীর চৌধুরী**
৬৭. **আনোয়ার করিম,** সভাপতি, নির্ণয় শিল্পীগোষ্ঠী, ফরিদপুর
৬৮. **মনোরঞ্জন বোস,** আলীপুর, ফরিদপুর
৬৯. **আলতাফ মাহমুদ,** সাধারণ সম্পাদক, ফরিদপুর জেলা খেলাঘর
৭০. **পাশা খন্দকার,** জাতীয় কবিতা পরিষদ, ফরিদপুর
৭১. **অধ্যাপক রেজভী জামান,** উপদেষ্টা, ডিবেট ফোরাম, ফরিদপুর

৭২. **মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন,** আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, এনজিও ফোরাম, ফরিদপুর
৭৩. **এম এ ছালাম লাল মিয়া,** সভাপতি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড, ফরিদপুর
৭৪. **খান মোহাম্মদ শহীদ,** মাদারীপুর লিগ্যাল এইড অ্যাসোসিয়েশন
৭৫. **রাজীব হাসান,** নাট্যকর্মী
৭৬. **অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন আহমেদ,** ফরিদপুর জেলা বার
৭৭. **মোহাম্মদ আশরাফ আলী,** সাধারণ সম্পাদক, আভা, ফরিদপুর
৭৮. **সাইফুল বাসার সোহেল,** সদস্য, সুজন, ফরিদপুর জেলা কমিটি
৭৯. **মোহাম্মদ নূরু-উজ-জামান,** সম্পাদক, প্রথম আলো বন্ধুসভা, ফরিদপুর
৮০. **শামীম খান,** দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক, জানিপপ
৮১. **সুরেশচন্দ্র হালদার,** উন্নয়নকর্মী

সমন্বয়কারী
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূ চ না প র্ব

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ১৫ বছর পর গণতন্ত্রের সঙ্গে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটা ইতিবাচক সম্পর্ক আমরা লক্ষ্য করি। এই ১৫ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে দ্বিগুণ, একই সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়েছে এক-চতুর্থাংশ। ফলে বাংলাদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে দেড়গুণ। দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা ৪৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৪২ শতাংশ। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক খাতেও এই সময়কালে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। এই সময়কালে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে দেড়গুণ, রপ্তানি আয় বেড়েছে পাঁচগুণ। চলমান বিকাশের হার যদি পরবর্তী ১৫ বছর অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০২০ সালে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির আয়তন ৬০ বিলিয়ন থেকে বেড়ে প্রায় ১৪৪ বিলিয়ন ডলার হবে, অর্থাৎ মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪৪৫ ডলার থেকে বেড়ে হয়তো ৮৭৫ ডলারে পৌঁছুবে।

অনেকে বলে থাকেন, বাংলাদেশের ইতিবাচক দিক আমরা যথেষ্ট তুলে ধরি না। আপনারা এটা পড়লে বুঝবেন যে আমরা কত সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো বলে থাকি। কিন্তু বিষয় হলো, বাংলাদেশ যদি আগামী ১৫ বছর এই ধারায় চলে, তাহলে তার পরও কিন্তু আজকে যেমন বাংলাদেশে দরিদ্র পাঁচ কোটি মানুষ আছে, ঠিক সেরকমই পাঁচ কোটি দরিদ্র মানুষ থেকে যাবে। কারণ উন্নতির ধারার চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি থাকার কারণে মাথাপিছু জাতীয় আয়ও কিন্তু হাজার ডলারে পৌঁছুবে না। অর্থাৎ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও আমাদের একটা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত না হতে পারার আশঙ্কা থেকে যায়। আমরা মনে করি, এই আশঙ্কার মূল কারণ হলো–দেশের শত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, সৃষ্টিশীল মানুষ থাকা সত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্রেই এই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা, যোগ্যতার অভাব আর দুর্নীতি, অপচয়ের কারণে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশের ভেতরে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে–এসবের মূল কারণ হলো সুশাসনের অভাব। সুশাসনের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বড় ভূমিকা পালন করে, তার ভেতরে নির্বাচন কমিশন, বিচারব্যবস্থা এগুলো তো আছেই, কিন্তু বড় জায়গা হলো সংসদ। সংসদে যদি আমরা সঠিক মানুষ পাঠাতে না পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সেগুলোর দুর্বলতা থেকেই যায়।

এই লক্ষ্য থেকেই আমরা দুটো বিষয়কে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। একটি হলো ২০২১ সালে বাংলাদেশ যখন তার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে তখন এই দেশের চেহারাটা কী হবে। এটাকে আমরা বলতে যাচ্ছি 'রূপকল্প'। এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবেন বাংলাদেশের যারা জনপ্রতিনিধি, তারাই। সংসদে যারা যাবেন, তারাই তা করবেন। তাদের হাতেই আমরা সেই বাংলাদেশের কাজের দায়িত্ব তুলে দেব। এ জন্য সেই মানুষগুলো সম্পর্কে

আমাদের কিছু বক্তব্য থাকতেই পারে। সেটা কোনো রাজনীতি না, সেটা সামগ্রিক রাজনৈতিক অধিকার। একটা মানুষের ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত করার অধিকারকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি এবং তার ভেতর দিয়ে সৎ, যোগ্য, দক্ষ, দেশপ্রেমিক, বাংলাদেশে বিশ্বাসী মানুষকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা আমরা স্বাভাবিকভাবেই করব।

আ লো চ না

মতিউর রহমান

নির্বাচন কমিশন যা করছে তাতে আমরা কেউ আশাবাদী হতে পারি না। এই কমিশন দিয়ে আদৌ সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব কি না সে প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়েও মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রশ্ন, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। দেশের মানুষ, বিদেশি সহযোগীসহ সবার মধ্যে প্রশ্ন–কী হয়, কী হবে, কী হতে পারে। স্বাধীনতার ৩৫ বছরে আমাদের স্বপ্ন ছিল একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাব। আমাদের সমাজে বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু আমাদের শুরুটা তেমন ভালো হয়নি। দেড় যুগের সেনাশাসন দুর্ভোগ বাড়িয়েছে সমাজ এবং রাষ্ট্রে। রাজনৈতিক সরকারগুলো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। '৯০-এর পর তিনটি নির্বাচন হয়েছে। বিজয়ী দল সবকিছু নিয়ে নেয়। সরকার দলীয়করণ করে, দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। তারা সংসদকে কার্যকর করতে পারে না। বিরোধী দল সংসদে যায় না, তারা হরতাল-অবরোধ করে। কিন্তু এভাবে দেশ চলতে পারে না। আমাদের সমাজে অস্থিরতা স্থায়ী রূপ পেয়ে গেছে। নির্বাচন হয় কিন্তু দেশের অগ্রগতি হয় না। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-মানব উন্নয়নে অনেক সাফল্য অর্জন করলেও আমরা পিছিয়ে আছি। যে দল নির্বাচনে জেতে তারা নিজেদের ইশতেহার মান্য করে না।

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে যে নির্বাচন হবে বা হতে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের নতুন পথে চলতে হবে। পরিবর্তন আনতে হবে শাসনব্যবস্থায়। অবশ্যই দুর্নীতি এবং দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে। শাসন বিভাগ থেকে বিচারব্যবস্থাকে আলাদা করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করতে হবে। বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সর্বোপরি সুষ্ঠু নির্বাচন হতে হবে। সে জন্য আমরা যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার কথা বলছি। দেশের সর্বত্র, সব পেশার মানুষের মধ্যে এই বক্তব্য জনপ্রিয় হচ্ছে। দাবি উঠেছে–সত্যিকার অর্থে আগামী নির্বাচনে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যোগ্য ও সৎ প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে আমরা সহায়তা করতে চাই, জনমত সৃষ্টি করতে চাই। আমাদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। আমরা চাই রাজনীতিবিদেরা ভালো থাকুন। তারা মানুষকেও ভালো থাকতে সাহায্য করুন।

অ্যাডভোকেট শহীদুন্নবী

যে প্রশ্নটা সবারই মনে জাগে তা হলো রাজনীতিবিদেরা কি এখন সমাজসেবক আছেন? তারা কি মানুষের সেবা করেন? জনকল্যাণমুখী কাজ করেন? আমার মনে হয় তারা ব্যবসাবৃত্তিক রাজনীতি করেন। বড় দলগুলো মনোনয়ন দেওয়ার সময় হাজার কোটি টাকার মালিককে খোঁজে। এই টাকার উৎস হলো কালো টাকা। এই লোকগুলো সমাজের কী মঙ্গল করবেন? জনগণ কি জবাবদিহিতা তাদের কাছ থেকে আশা করতে পারে? জনগণই ক্ষমতার উৎস–এ কথা আজ রাজনীতিবিদেরা প্রতারণামূলকভাবে বলেন। আপনি একটা ভোটের মালিক। ভোট দেওয়ার পর আপনি শোষিত সমাজ। এ দেশে ১০ ভাগ লোক মাত্র দুর্নীতি করে, তাদের ধরতে হবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে গণতন্ত্র নেই, তারা অসংবেদনশীল। তারা একে অপরকে সন্ত্রাস দিয়ে আক্রান্ত করেন।

মুন্সী হারুন অর রশীদ

আমাদের দেশে যেসব রাজনৈতিক দল আছে তাদের মধ্যে গণতন্ত্র নেই। তাহলে তারা কীভাবে আমাদের গণতন্ত্র উপহার দিতে পারেন? দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হচ্ছে, সংসদ সদস্যদের কথা বলা হচ্ছে। ১০ তারিখে ফরিদপুরের ডেটলাইনে একটি খবর বেরিয়েছে। একজন সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছেন যে

তার নির্বাচনে ব্যয় হবে ৭০ লাখ টাকা। ইতিমধ্যেই তিনি ১৫ লাখ টাকা ব্যয় করে ফেলেছেন। তিনি ৭০ লাখ টাকা নির্বাচনে ব্যয় করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন অথচ নির্বাচন কমিশনার বলেছেন ৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করা যাবে না। আমরা যাদের নির্বাচিত করি, তারা নির্বাচিত হওয়ার পর আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। আমি মনে করি তাদের নিয়ম নেই, তাদের নীতি নেই, তাদের গাইডলাইন নেই বলেই তারা এগুলো করেন।

আবুল ফয়েজ শাহনেওয়াজ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আমার মহান সংস্কৃতি যদি না থাকে, তাহলে যে বাংলাদেশ গড়ব সেই বাংলাদেশ কি একটি রোবট বাংলাদেশ হবে না? আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার গলায় যত জোর, যার গায়ে যত শক্তি আছে, সে সেভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যে বাহিনী আমরা গড়েছি আমাদের রক্ষা করার জন্য, আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য, সেই বাহিনীর কাছে আমাদের নতজানু হতে হচ্ছে। সেই বাহিনীই বারবার আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। এই বিষয়টিও ভেবে দেখার দরকার আছে। যাদের আমরা জনপ্রতিনিধি করে পাঠাই, তারা আমাদের ওপর চেপে বসে। আমরা চাইব ২০২১ সালে আমাদের যে প্রতিনিধি হবে, সেই প্রক্রিয়াটি এখন থেকে শুরু হতে হবে। ২০০৭ সালের নির্বাচন থেকে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হতে হবে।

খাদিজা বেগম মণি

দীর্ঘদিন ধরে আমরা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তথা নারীসমাজ আন্দোলন করে আসছি সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে। বিশেষ করে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে আমাদের দাবিটা ছিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইশতেহারেও ছিল যে নারীদের দিয়ে সরাসরি নির্বাচন করানো হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা দেখে এসেছি, যারাই ক্ষমতায় গিয়েছে এ কথাটা ভুলে গেছে। আমাদের দাবিটা হলো আমরা ১০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচন চাই। তারপর আমি বলব, আমাদের দেশে মৌলবাদের সঙ্গে জঙ্গিদের যে তৎপরতা যুক্ত হয়েছে, তাতে আমরা শঙ্কিত।

অধ্যাপক আলতাফ হোসেন

আমি স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজকের এই সভা আমাকে জাগিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা আমাদের জাতির জন্য সম্মানজনক নয়। ২০২১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারমুক্ত নির্বাচন আমরা প্রত্যাশা করি। ২০২১ সালে যেন বুদ্ধি ও যুক্তির শিক্ষা সর্বস্তরে চালু হয়। আমি চাই ২০২১ সালে নারীদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হোক, তাহলে সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ পাওয়া যাবে।

অঞ্জলি বালা

বড় দুটি দলের অতিরিক্ত ক্ষমতার লোভ। এ কারণে সুবিধা লাভের জন্য তারা কালো টাকার লোকদের মনোনয়ন দেয়। আমরা চাই না এ ধরনের লোক মনোনয়ন পাক। উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ধরনের মতবিনিময় করা গেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হতো। আমি আশা করব, বাঙালির ঐতিহ্য যেন ক্ষুণ্ন না হয়, আমরা যেন স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারি।

এ এস এম শাহজাহান

রাজনৈতিক দলগুলোর এক নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি যখন পালন করা হয় না, পরের নির্বাচনে আমরা তা মনে রাখি না। আমাদের রূপকল্প যাদের দিয়ে বাস্তবায়ন করার কথা, তাদের হাতে গিয়ে এটা প্রথমে রূপরেখা হয়, প্রতিশ্রুতি হয়, অবশেষে বাস্তবায়ন না হয়ে রূপকথায় রূপান্তরিত হয়। যেমন রূপকথায় রূপান্তরিত হয়েছে স্বাধীনতার অনেক স্বপ্ন। স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল এ দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসুবিধা লাভ করবে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশ চালাবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তারা নিশ্চিত করবে এবং এর সুফল সবাই সমানভাবে পাবে। সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা দাতাদের মুখাপেক্ষী হব না। সৎ, যোগ্য, সাহসী ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তি আমরা চাই। একটু আগে যিনি

বলেছেন যে উপজেলায় যেতে হবে, আমার মনে হয় তিনি ঠিক কথাটি বলেছেন। তবে কথা হলো, আপনারা যারা এখানে এসেছেন, আমরা মনে করি, তারা সবাই এক-একটা মোমবাতি। আপনারা যে যেখানে যাবেন, সেখানেই এ সংলাপ ছড়িয়ে দেবেন। এটাকে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব হিসেবেই আমি মনে করি।

বেগম রাবেয়া আহমেদ

আমি একজন শহীদজননী। আমার দুই পুত্র মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। সে যন্ত্রণা আজও ভেতরে। মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনায় দেশ স্বাধীন হয়েছিল, তার কোনোকিছুই পূরণ হয়নি। মানুষ মানুষের জন্য–এ কথাটা যেন আজ ভুলে গেছে সবাই। মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা–এই মন্ত্রে যাদের বিশ্বাস নেই তারা রাজনীতি করবে কী করে? দেশ চালাবে কী করে? কাজেই আমি শুধু এটুকুই চাই, আপনারা মানুষকে ভালোবাসুন এবং সৎ থাকুন, কর্মঠ থাকুন, নিষ্ঠাবান থাকুন। কথা ও কাজে আপনারা এক হোন।

খান মাহবুবুর রহমান

আমার মনে হয় নয় মাসে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়াটা ভুল ছিল। দেশটা যদি নয় মাসের পরিবর্তে নয় বছরে স্বাধীন হতো তাহলে স্বাধীনতার স্বাদ প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত। তাহলে দেশের চিত্র এ রকম হতো না। অনেক এমপির হাজার কোটি টাকা আছে, অনেকে টিভি চ্যানেল করেছেন, পত্রিকা করেছেন–এই হাজার হাজার কোটি টাকা তারা কোথায় পান? আমাদের যারা নেতৃত্ব দেন, সেই দলের প্রধানদের আগে শুদ্ধ হতে হবে। তা না হলে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, কিছু হবে না। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, যদি তিনি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে তার রিসার্চ করা হবে না। আমি মনে করি এটা ঠিক না। আজকে দেশের যে অবস্থা, আপনারা এগিয়ে আসুন, আপনার পেছনে জনগণ আছে। একাত্তরে ছাত্র অবস্থায় আমরা যুদ্ধে গেছি। পড়াশোনা নষ্ট হবে–এই চিন্তা তখন করিনি। দেশ না থাকলে আপনি রিসার্চ করে কী করবেন।

আইভি মাসুদ

শুধু যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দিলেই হবে না। প্রথমে দরকার কালো টাকা, পেশিশক্তি বন্ধ এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার করা। বর্তমানে রাজনীতিবিদদের মধ্যে আদর্শের বালাই নেই বলে তারা পণ্য হয়ে গেছেন। এ জন্য মনোনয়ন কেনাবেচা হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশিশক্তির মালিক এবং যুদ্ধাপরাধীরা যাতে মনোনয়ন না পান সেজন্য নাগরিক সমাজের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

এম সাইদুজ্জামান

আমরা যখন মার্চের ২০ তারিখে নাগরিক কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিই, তখনকার উদ্দেশ্য এবং এখনকার পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলতে চাই। নাগরিক কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের নাগরিকদের তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং পরবর্তীকালে সেই সচেতনতার ভিত্তিতে একটি জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই সরকার একটি উন্নয়নধর্মী প্রশাসনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করবে। যেটাকে আমরা বলেছি ২০২১ সালে বাংলাদেশ কেমন হবে: 'রূপকল্প ২০২১'। আমরা যে উদ্যোগ নিলাম তার পেছনে তিনটি বিষয় কাজ করেছে। একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ঐক্য, চেতনা, প্রেরণা ও প্রত্যয় এবং আমাদের সংবিধান। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার–সবকিছু আমাদের সংবিধানে আছে। আমাদের সংবিধানে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বলা আছে, বাংলাদেশ হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু আজ গণতন্ত্রের অনেক ডিসটরশন হয়েছে। আমাদের অভীষ্ট সফল করতে হলে প্রয়োজন প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তার ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সৎ, নীতিনিষ্ঠ প্রার্থী নির্বাচন। এর পূর্বশর্ত হচ্ছে একটা সুষ্ঠু, নির্দলীয়, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী ব্যবস্থা। এ জন্য আমরা সংলাপ আয়োজন করেছি জেলায় জেলায়।

কালো টাকার প্রভাব বেড়েছে, সুশাসনের বিরাট অবনতি হয়েছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে যদি নিজস্ব সম্পদের সঙ্গে সম্ভাব্য বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সুশাসন প্রচলিত হয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার

পরিবর্তন ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে উন্নয়নের ধারাকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। আমরা মনে করি, আট ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন মোটেই কঠিন নয় এবং এর ভিত্তিতে আমরা ২০২১ সালে বাংলাদেশের কী চেহারা দেখতে চাই সেই রূপকল্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই রূপকল্প আমরা আপনাদের সামনে পেশ করব যাতে রাজনৈতিক দলগুলো আগামী নির্বাচনে এগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে গ্রহণ করতে পারে, যাতে তাদের আপনারা দায়বদ্ধ করে রাখতে পারেন।

আমরা এখনো মনে করি, প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল একত্র হয়ে এ সমস্যার সমাধান করবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে যে দ্বিমত আছে সেটাও রাজনৈতিকভাবে তারা সংবিধানের ভিত্তিতে সমাধান করবে।

শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর

আজকের এই মতবিনিময়, আমি মনে করি, আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ করে তোপের মুখে পড়েছেন রাজনীতিবিদেরা। আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং পেশায় ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। আমি দীর্ঘ সময় ধরে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। আসলে আমরা যা-ই করি, রাজনীতিবিদদেরই করতে হবে। যুদ্ধ করলেও রাজনীতিবিদেরা করেছে, সংস্কার করলেও রাজনীতিবিদদের করতে হবে। যারা ফরিদপুরের বা বৃহত্তর ফরিদপুরের সাংসদ, মন্ত্রী, সবারই এখানে আজ থাকা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে যারা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন বিভিন্ন দলের পক্ষে, তাদেরও এখানে উপস্থিত থাকা দরকার ছিল। কথাগুলো তাদের শোনা উচিত যা সাংসদ হিসেবে আমি শুনে গেলাম। আমার ভালোই লাগল। কারণ রাজনীতিদিদের ভেতর ভালো ও খারাপ দুটোই আছে। আজকে আক্রমণটা খারাপের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এখানে ২২টা প্রস্তাব, আর এদিকে নাগরিক কমিটি নির্বাচন সংস্কারের জন্য ৩৭টি প্রস্তাব দিয়েছে। এটা দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলোকে গেলাতে হবে। কালো টাকার মালিকেরা আজকে রাজনৈতিক অঙ্গন গ্রাস করতে চলেছে। যার টাকা নেই সেই রাজনীতিবিদ টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত। না হলে সামনে ইলেকশন করা যাবে না। এই অবস্থা থেকে দেশ ও জনগণকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্যই আজকে সিপিডির এই উদ্যোগ।

করাপ্টেড কেবল পলিটেশিয়ানরা না, আমলারাও দুর্নীতি করছেন। সংবাদপত্র জগতে যারা আছেন তারা রাতারাতি এত বিরাট বিরাট কাগজ বের করে ফেলছেন–এত টাকা কোথায় পাচ্ছেন? ইয়েলো জার্নালিজমও আছে। আমরা সবাই কী করে ভালো হতে পারি, সেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রাতারাতি যারা বড়লোক হয়, সৎ পয়সা দিয়ে বড় লোক হতে পারে না। এর পেছনে নিশ্চয়ই দুর্নীতির অর্থ আছে। নির্বাচনী ইশতেহার ভঙ্গ করলে তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়ার আইন থাকা উচিত। অসৎ রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির অভিযোগের ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না আইনি মারপ্যাঁচে। যার কারণে অবাধ লুণ্ঠন হচ্ছে। যারা লুণ্ঠন করছে তারা জানে তাদের জেলে যেতে হবে না, শাস্তি হবে না বা সম্পদ নিয়ে যাওয়া হবে না। আর একটা বিষয়, নির্বাচনে দাঁড়ানোর আগে প্রার্থীর বৈধ আয়ের সঙ্গে সম্পদের সামঞ্জস্য না থাকলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না–এ রকম আইন এবং এর প্রয়োগ থাকা দরকার। আমাদের দেশে পাঁচ লাখ টাকা খরচের সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। কারো শাস্তি হতে দেখলাম না। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে নয়, দুর্নীতি করছে যারা তাদের বিরুদ্ধে জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে। এক সময় সুদখোর, ঘুষখোরদের সঙ্গে দেশের মানুষ আত্মীয়তা করত না। আর এখন তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার জন্য মানুষ ব্যস্ত। এই হচ্ছে সামাজিক অবস্থার বিবর্তন। যেকোনোভাবেই হোক, আজকের মূল দুটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপনারা বসে যদি সংলাপ করতে পারেন এবং তাদের দিয়ে যদি এগুলো গ্রহণ করাতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় আরো সহজ হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আমরা জাতীয়ভাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতা দুজনের কাছেই চিঠি লিখেছি সময় প্রার্থনা করে। এই যে সংস্কার প্রস্তাবগুলো, তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য, যেটা সবাই বলছেন। এখন পর্যন্ত আমরা কোনো উত্তর পাইনি। আমরা এখনো আশাবাদী। তবে এখানে অনেকেই উপস্থিত আছেন যাদের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে, সামাজিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ দলের উপরের জাতীয় নেতাদের পরিচয় আছে।

আমাদের অনুরোধ, আপনারা নিজেদের দলের ভেতরেও যদি চাপ সৃষ্টি করেন তাহলে বিষয়টা অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে।

এস এম নূরুন্নবী

আজকে নাগরিক কমিটি যে উদ্যোগ নিয়েছে, আমি মনে করি, এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। উদ্যোগটা ১০ বছর আগে নিলে আরো ভালো হতো। গাইবান্ধায়, রংপুরে মঙ্গা হয়, কিন্তু এই সুশীল সমাজের কোনো লোককে তো দেখি না কোনোদিন সেখানে গিয়ে সাহায্য দিতে! জনগণের মধ্যে আপনাদের যেতে হবে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর যে অত্যাচার হলো, বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার হলো সে ব্যাপারে তো নাগরিক কমিটি কোনো কথা বলল না! আপনারা যদি বাস্তবেই দেশের মঙ্গল চান, দেশের মানুষের উপকার করতে চান, তাহলে জনগণের সঙ্গে মিশুন। সৎ লোক সংসদে নিতে হলে আপনাদের কথা ভোটারদের কাছে বলতে হবে, ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে হবে। আপনাকে অধিকার চাইলে দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি যদি তৃতীয় শক্তি হিসেবে দাঁড়ান, হাজার হাজার লোক আপনাকে সমর্থন করবে। অবশ্যই করবে। কারণ দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে মানুষ রক্ষা পেতে চায়।

গাজী শহিদুজ্জামান

আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ৩০০টি আসনে ব্যক্তিকে মনোনয়ন না দিয়ে দলভিত্তিক, প্রতীকভিত্তিক নির্বাচন দিলে সুবিধা হবে। কেননা যত সৎ ব্যক্তিকেই আমরা এখন নির্বাচিত করি না কেন, সংবিধানে যত দিন ৭০ ধারা আছে তত দিন হাত উঁচু করা ছাড়া তাদের কোনো কাজ থাকছে না। প্রতীকভিত্তিক নির্বাচন হলে সহিংসতা, কালো টাকার ব্যবহার কমে যাবে। এরপর শতকরা হিসাবে আসন বণ্টন করা হলে দলগুলো বেছে বেছে বিবেকবান, মেধাবী, সৎ, দেশপ্রেমিকদের মনোনয়ন দিতে পারবে। স্থানীয় নেতারা যাতে বঞ্চিত মনে না করেন সেজন্য স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে তাদের মনোনয়ন দেওয়া হবে। আমি বলতে চাচ্ছি, স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় মনোনয়নভিত্তিক করা হোক। এতে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হবে।

অ্যাডভোকেট ফজলুল হক

নাগরিকেরা এখন জেগে উঠলে রাষ্ট্রের কিছু পরিবর্তন হবে। এ জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যারা নির্বাচনে দাঁড়াবে তাদের সম্পত্তির হিসাব নিতে হবে। শাসন বিভাগ থেকে বিচারব্যবস্থা পৃথক করতে হবে। নারী অধিকারের কথা বলতে গিয়ে শুধু সংসদে আসনের কথাই বলা হয়েছে, অথচ আইনে নারীর সমান অধিকার নেই। সংবিধানে যদিও বলা হয়েছে আইনের চোখে নারী-পুরুষ সমান, কিন্তু সম্পত্তিতে হিন্দু নারীদের কোনো অধিকার নেই। ভারতে বহু আগে নারী-পুরুষ সমান ভাগ পাবে সম্পদে–এই আইন পাস হয়েছে। আমরা হিন্দু আইনে হাত দিইনি। মুসলিম আইনে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে সম্পদে নারীর অধিকার অর্ধেক। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে বলা আছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে সবার সমান অধিকার থাকবে। সামনের নির্বাচনী ইশতেহারে যেন কথাগুলো আসে। এ ছাড়া আমাদের দেশের আইনে বলা আছে, বিদেশি নাগরিককে বিয়ে করলে সন্তানের নাগরিকত্ব হবে পিতার নাগরিকত্ব অনুসারে। এসব আইন পরিবর্তন করা উচিত। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসায় বসে দলীয় সভা করেন। এটা কোন দেশের রাজনীতি! আমরা জানি, পার্টি অফিস ছাড়া কোনো দলীয় সভা করা সম্ভব নয়। এই বিষয়গুলো বন্ধ করতে হবে, না হলে সুষ্ঠু গণতন্ত্রচর্চা হবে না। গণতন্ত্রের কথা বলে ক্ষমতায় এলেও, ক্ষমতায় এসে তারা গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করে।

হাসনা জাহান

ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে নারীরা যদি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে পারে, তবে জাতীয় সংসদে কেন প্রত্যক্ষ ভোটে আসতে পারবে না? তারা কেন সিলেকটেড হচ্ছেন? দেশে ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেক নারী। অথচ সংসদে মাত্র ৪৫টি আসন নারীদের জন্য রাখা হয়েছে। এই বৈষম্য মেনে নিতে পারছি না। আগামী

নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটে ১০০টি আসনে নারীর নির্বাচন আমাদের দাবি। সমাজের কাছে দায়বদ্ধ বলে, সচেতন নাগরিক হিসেবে এই বৈষম্যর বিলুপ্তি চাই।

খোন্দকার মঞ্জুর আলী

বাংলাদেশের বিদ্যমান দৈন্যদশায় এই আলোচনাকে স্বাগত জানাই। সচেতন নাগরিকেরা আপনাদের সহায়তা করবে। যদি এভাবে সচেতন নাগরিকদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার উদ্যোগ নেন, মানুষকে সচেতন করতে পারেন, তাহলে ২০২১ সালের আগেই আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যাবে।

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন দল এবং সুশীল সমাজের সবাই বলে থাকেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এর উল্টো দেখছি। কারণ মাননীয় মন্ত্রী এবং সাংসদদের অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার চলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে। বিভিন্ন সরকার সময়ে সময়ে বিভিন্ন পরিপত্র জারি করে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডকে খর্ব করছে। আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের ৯, ১১, ৫৯ এবং ৬০ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ বা স্থানীয় সরকার একটি নিরপেক্ষ ও নির্বাচিত পরিষদ এবং স্বাধীন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সংবিধান লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যবহার করছে।

শেখ ফিরোজ

সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যদি তৃণমূল পর্যায়ের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে আনত তাহলে আমাদের এত শ্রম দেওয়ার দরকার হতো না। সাধারণ শ্রমজীবীদের কথা প্রচারমাধ্যমে আসে না। এখানে ২০০৭ সালের নির্বাচন নিয়ে কথা হচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত একটি উদাহরণ দিই: ভোটার তালিকা শেষ হওয়ার এক দিন আগে আমার বাসায় এক শিক্ষক নাম নিতে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম এত দিন ফরিদপুর ঘুরে খুঁজেও আপনাদের দেখিনি, সময় শেষ হওয়ার মাত্র এক দিন আগে আপনারা এলেন? এরপর ভোটার ফরমে নাম লিখলেন, কিন্তু স্লিপ তো দিলেন না। তাহলে ভোটার হওয়ার প্রমাণ থাকল কী? দেশটা তো এভাবেই চলছে। শহুরে জীবনে জমি চাষ করে না, এমন লোকেরা কৃষক নেতা হয়ে যান। আসলে সব জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি তারা সনদ পেয়েছে। আইনজীবীদের মধ্যে সমঝোতা নেই। আগে ধনাঢ্যরা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দিয়ে অমর হয়ে থাকতেন। এখনকার ধনী মন্ত্রী-সাংসদরা শুধু কালো টাকা-সাদা টাকা নিয়েই জীবন শেষ করে দেন।

কাজী জয়নুল আবেদীন

২০০৭ সালে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে বলে বিশ্বাস করা যায় না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতিরও সংস্কার হওয়া দরকার। ২০২১ সালে আমি একমুখী শিক্ষা চাই না। আপনাদের ১২ নম্বর প্রস্তাবে অসম্প্রদায়িক শিক্ষার বিষয়টি ঠিক আছে। তবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ না করা হলে বৈষম্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা যাবে না। এখন আর গ্রাম বা মফস্বল থেকে মেধাবী ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না, শহরের বড় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই কেবল ভালো রেজাল্ট করছে। মফস্বলের শিক্ষকেরা পুরো কোর্স পড়াতে পারেন না। ম্যাট্রিকে আমি লেটার পেলেও কিছুদিন আগে নাতিনের অঙ্ক আমি করে দিতে পারিনি। অর্থাৎ কোর্স এমনভাবে করা হয়েছে যে শিক্ষিত লোককে অশিক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে চললে গ্রামগঞ্জের অবহেলিত লোকজনের সন্তান আর কোনোদিন উপরে যেতে পারবে না। এগুলো আপনাদের প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করছি।

খন্দকার সাইদুর রহিম বিটুল

বাংলাদেশে ন্যূনতম গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রয়োজন একটি জাতীয় ঐকমত্য। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি না হলে *প্রথম আলো*, সিপিডি, *ডেইলি স্টার*, সুশীল সমাজ জোর করে কিছু মানাতে পারবে না। গণতন্ত্রের স্বার্থে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ঐকমত্য প্রয়োজন। প্রশাসনকে ব্যবহার করে এখানে ভোট কারচুপি হয়। এটা বন্ধ করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে ন্যূনতম সততা এবং নৈতিকতায় বিশ্বাস করতে হবে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন প্রক্রিয়াসংক্রান্ত বিষয়ে যেসব কর্মকর্তাকে নিয়োগ করেছে তা বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকতে হবে। ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম সংশোধনীমুক্ত বাংলাদেশ, '৭২-এর সংবিধানমূলক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।

মনোজ সাহা

আমি কিছু সংযুক্তি প্রস্তাব করছি। এখানে আমি ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি রাখার প্রস্তাব করছি। কারণ 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'অসাম্প্রদায়িক' কথা দুটি এক নয়। সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য 'শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা' লেখার প্রস্তাব করছি। তিন নম্বরে আছে 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু আদিবাসীদের সমঅধিকার এবং আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ'–এখানে সম্ভবত একটা বিষয় বাদ গেছে, সেটা হলো আদিবাসী এবং উপজাতি এক কথা নয়, সেজন্য 'আদিবাসী'দের সঙ্গে 'উপজাতি' কথাটি যুক্ত করা দরকার। পাঁচ নম্বরে হরতাল বিষয়ে লেখাটি কায়েমি স্বার্থবাদীদের উৎসাহিত করতে পারে। এ জন্য আমি এটা অন্যভাবে লেখার অনুরোধ করছি। ছয় নম্বরে জনপ্রতিনিধিত্বশীল কার্যকর সংসদের পরিবর্তে শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নয় নম্বরে স্থানীয় সরকার সংস্থাকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে। স্বায়ত্তশাসন না থাকার কারণে এখন যারা স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত হন, তারা হয়ে পড়েন প্রশাসনের আজ্ঞাবহ কর্মচারীর মতো।

কাজী হুমায়ুন কবির

অ্যাডভোকেট ফজলুল হক সাহেব অনেকগুলো ভালো কথা এখানে বলেছেন। ১৯৯১ সালে আমি তাকে বলেছিলাম যে মাদারীপুর-২ আসনে তাকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ ফোরামেই এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তিনি একজন ভালো লোক, সৎ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তিনি নির্বাচনে এলেন না। এভাবে ভালো লোকেরা নির্বাচনে না এলে আপনারা কী করে পরিবর্তন আনতে চান? আগামী নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হবে। বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস–এ কথাটা এখন অচল হয়ে গেছে। কিছু কিছু কটূক্তি ও কটাক্ষ রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এখানে এসেছে। আমি মনে করি, এর সবগুলো সত্যি নয়। আমরা রাজনীতি করি জনগণের কল্যাণের জন্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা রাজনীতি করেন, তারা ওপরের দিকে আছেন। বর্তমান রাজনীতিতে কিছুটা টাকাওয়ালাদের দৌরাত্ম্য এসেছে। সুশীল সমাজের লোকদের কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন শোনে না, টাকাওয়ালা-অস্ত্রবাজদের কথাই লোকজন শোনে। প্রকৃত রাজনীতিবিদেরা অস্ত্রবাজি করেননি, তারা কালো টাকার মালিক হননি। আলোচনা করলেই বর্তমান সংকট দূর করা যাবে। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দরকার নেই।

রফিকুজ্জামান লায়েক

নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে বিরোধী দলগুলো প্রস্তাব দিয়েছে এবং সরকারও আলোচনার কথা বলছে। এ বিষয়ে আজকের উদ্যোক্তাদের বক্তব্য নেই। এটা থাকা উচিত। সাধারণ মানুষ ক্রমান্বয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখানে বিরাজনৈতিকীকরণের একটা প্রচেষ্টা আছে। আজকের এই উদ্যোগে আরো বেশি মানুষকে সংশ্লিষ্ট করতে না পারলে এটাও বিরাজনৈতিকীকরণ প্রচেষ্টার অংশে পরিণত হবে। কালো টাকার মালিক ও দুর্নীতিবাজদের তালিকা প্রকাশ্যে জানানো উচিত। কেবল নির্বাচনী সংলাপ দিয়েই জাতিকে উদ্ধার করা যাবে না। সমগ্র জাতির দৈনন্দিন সংগ্রামের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা দরকার।

অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোদাররেস আলী ইছা

এখানে সিপিডির অনেকে রয়েছেন যারা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জবাবদিহিতা চান, আবার তাদের মধ্যে অনেকে গণতান্ত্রিক একটি সরকারকে উৎখাতের জন্য একটি রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদকের ট্রাম্পকার্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চিন্তা-চেতনায় তাদের ভূমিকা কতটুকু, সে ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমাদের মনেও তো প্রশ্ন আসে। সমালোচনার জন্য সমালোচনা করলাম, তার মানে এই নয় যে তাদের ভাবনাকে আমরা বিশ্বাস করি না। তাদের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার প্রশ্ন থাকে। রাজনৈতিক চরিত্রহীনতার কারণে, সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি অনীহা-প্রতিহিংসার কারণে সংসদীয় কমিটিতে আলোচিত হলেও তারা নিজেদের স্বার্থে জনসমক্ষে ত্রুটিটা উপস্থাপন করেন না। সিপিডি, *ডেইলি স্টার*, চ্যানেল আই, *প্রথম আলো* তো ত্রুটিগুলো তুলে ধরতে পারত। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু আপনারাও কি সমালোচনার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? কৌশলে আপনারা রাজনৈতিক দলগুলোকে হেয়প্রতিপন্ন করছেন, আবার স্বীকার করছেন মহান মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করি, রাজনীতিতে এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সেখানে আপনাদের এই আন্দোলন এবং বক্তব্য সঠিক। কিন্তু এই বক্তব্য কতক্ষণ থাকবে সেটাই আমার প্রশ্ন। যদি কারো ইশারায় এটা হয়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। যদি সত্যিকারের হৃদয়ের কথা হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা সবার কাছে পূজনীয় হবেন।

মোহাম্মদ আজিজুল হক খান

এত দিন ভাবতাম দেশ নিয়ে কেউ ভাবে না, কিন্তু আজ সবার বক্তব্য শুনে মনে হলো আপনারা ভাবেন। এই ভাবনা কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ না পেলে সে ভাবনার অর্থ নেই। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান জন্মের সময় ব্র্যাকেটে লেখে 'অরাজনৈতিক', তখন আমার কষ্ট হয়। কারণ যেটা ছাড়া দেশ চলে না, সেটার সঙ্গে জড়িত না–এটা বলার জন্য তারা কত উন্মুখ। রাজনীতি কলুষপূর্ণ হওয়ার কারণেই আমাদের মধ্যে এ রকমটির জন্ম হয়েছে। রাজনীতি করলে লোকে বলে, খারাপ কাজ করে। রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপই এর কারণ।

অধ্যাপক আ ন ম আব্দুস সোবহান

রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন বিশেষভাবে বড় দুটি রাজনৈতিক দলের ভেতর থেকে আসতে হবে। দলের ভেতরকার প্রগতিশীল, সচেতন, সৎ এবং মার্জিত অংশে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আর সুশীল সমাজ, সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবীদের কাজ হলো এ বিষয়টাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসা, মানুষকে সচেতন এবং আলোকিত করা যাতে তারা সরকারের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। নিরপেক্ষতা নিয়ে একটা দলের বা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা দরকার। সমালোচনা যদি কোনো দিকে ঝুঁকে যায় তাহলে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আমরা যদি জানি এই বুদ্ধিজীবী আওয়ামী লীগের, এই বুদ্ধিজীবী বিএনপির কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির, তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু বুদ্ধিজীবী যদি ঘাপটি মেরে থেকে বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হন এবং বিশেষ দিকে বাতাস সৃষ্টি করেন তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন আসে। আমি সিভিল সমাজ এবং সিপিডিকে বলব, আপনারা যে ঘরানারই হন না কেন, যখন কথা বলবেন তখন সেটা যেন পক্ষপাতহীন হয়। তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ তৈরি হবে না।

অতীত রাজনীতির ইতিহাস পঠনপাঠন জরুরি। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে চেয়ার ছোড়ে হত্যা করা হয়েছিল। সে সুযোগে আইয়ুব খান আসেন। দশ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। আবার জিয়াউর রহমান নিহত হলে সে সুযোগে এরশাদ আসেন। নয় বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এখন সেই এরশাদকে নিয়ে আওয়ামী লীগ আর বিএনপির টানাটানি। তাহলে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন হলো কোথায়? রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন দরকার। যতক্ষণ না রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে, তত দিন পর্যন্ত আমরা একটা কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পৌঁছাতে পারব না। অতীতের কবির কবিতা একটু পরিবর্তন করে বলা যায়–সেই এক দেশ, এই এক দেশ, জানি না সে দেশ কেমন হবে/এ দেশে মরে আছি তবু বেঁচে আছি মুক্তিযুদ্ধের গৌরবে।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

* ঋণখেলাপিদের টাকা আদায় করে সেই টাকা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।
* নির্বাচনী ইশতেহারে ১০০ আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে।
* বিভিন্ন ব্যানারে তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সংলাপ করা উচিত।
* একজন নির্বাচনী প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়েও ব্যক্তি হিসেবে তিনি কেমন, কথা ও কাজে মিল আছে কি না–এসব বিবেচনা করেই ভোটারদের ভোট দেওয়া উচিত।
* তৃণমূল পর্যায় থেকে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে ওপরের স্তরে যেতে হবে।
* ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্য দরকার সুষ্ঠু ভোটার তালিকা, কিন্তু এ নিয়ে এ মুহূর্তে যে বিতর্ক রয়েছে তার অবসান হওয়া দরকার।
* যেকোনো মূল্যে কালো টাকার অধিকারী ও দুর্নীতিবাজদের মনোনয়ন বন্ধ করতে হবে।
* যুদ্ধাপরাধীরা যাতে মনোনয়ন না পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
* নির্বাচনী ইশতেহার হবে একটি সামাজিক চুক্তির মতো, এটি ভঙ্গ করলে জনগণ যাতে আইনের দ্বারস্থ হতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
* চাকরি ছাড়ার পর পাঁচ বছর পর্যন্ত সরকারি আমলা ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের রাজনীতিতে যোগদান করতে দেওয়া চলবে না।
* বারবার দলবদলের রাজনীতিকে মেনে নেওয়া যায় না।
* নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
* স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় মনোনয়নভিত্তিক হওয়া উচিত।
* প্রতীকের আওতায় ভোট হওয়া উচিত, তাহলে নির্বাচনে খরচ কম হবে।
* নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদ সদস্যের সংখ্যা নির্ধারিত হবে।
* সরকার গঠনের সময় নিম্নলিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করা যেতে পারে–
  - সর্বাধিক আসনপ্রাপ্ত দল থেকে প্রধানমন্ত্রী হবেন।
  - দ্বিতীয় আসনপ্রাপ্ত দল থেকে স্পিকার নিযুক্ত হবেন।
  - তৃতীয় আসনপ্রাপ্ত দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিযুক্ত হবেন।
* মনোনয়নপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী প্রার্থীদের তালিকা নাগরিক কমিটি বা গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তৈরি করে জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে পারেন।
* জনপ্রতিনিধিদের জন্য দেশ পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত আইন বিষয়ে আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
* দলীয়ভাবে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
* জাতীয় সংসদে পেশাজীবীদের সে রকম প্রতিনিধিত্ব নেই, তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।
* রাজনৈতিক দলে ঢুকতে হলে (নতুন করে/দলবদল) কমপক্ষে তিন বছর সদস্য হিসেবে কাজ করতে হবে এবং তিন বছর শেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
* ২০২১ সালের মধ্যে যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে, জনগণ তা-ই প্রত্যাশা করে।